রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৩ সনের ১৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৮, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮১—২৯৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯১—৫২৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৫—৫৪২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৬ নভেম্বর ২০১২

নং ৫(৩৩) কর প্রশাসন-২/২০১২/১১০—জনাব অরুণ কুমার দাস, কর পরিদর্শক (চঃদাঃ), সার্কেল-১০ (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল ১৮-১১-২০১২ তারিখে এন.এস.আই কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছেন মর্মে কর কমিশনার, কর অঞ্চল-বরিশাল ফ্যাক্সযোগে জানিয়েছেন।

২। তৎপ্রেক্ষিতে, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ অনুযায়ী জনাব অরুণ কুমার দাস, কর পরিদর্শক (চঃদাঃ), সার্কেল-১০ (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। এ বরখাস্ত আদেশ ১৮-১১-২০১২ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন।

মোঃ শাহজাহান
সদস্য (অডিট, ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইনভেস্টিগেশন)।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২৭ নভেম্বর ২০১২

নং ৩২১/২০১২/শুল্ক—The Customs Act, 1969 (Act-IV 0f 1969) এর Section 11-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এতদ্বারা, জনস্বার্থে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন পানগাঁও মৌজার ৭.৭৫, ধুলেশ্বর মৌজার ২.৪৮৭৫, নাইয়াটোলা মৌজার ৮.৬১, ইকুরিয়া মৌজার ২.২৯ মোট ৮৮.৪৮ একর পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ টার্মিনাল (আইসিটি)-কে এতদ্বারা ওয়্যারহাউজিং স্টেশন (Warehousing station) হিসেবে ঘোষণা করিল।

নং ৩২২/২০১২/শুল্ক—The Customs Act, 1969 (Act-IV 0f 1969) এর Section 11-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এতদ্বারা, জনস্বার্থে বেনাপোল কাস্টম হাউসস্থ সিএন্ডএফ কর্মচারী ইউনিয়ন ভবন, ২য় তলা এর ৯১৫ (নয়শত পনের)

আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

বর্গফুট, (দৈর্ঘ্য ৪২.৫৫ ও প্রস্থ ২১.৫৫ ফুট) গাজীপুর, পোর্ট থানা মেইন রোডকে এতদ্বারা ওয়্যারহাউজিং স্টেশন (Warehousing station) হিসেবে ঘোষণা করিল।

মিয়া মোঃ আবু ওবায়দা
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৭৬৭-বিচার-৩/১ডি-০৮/২০১২—যেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের অবকাশকালীন সময়ে ঢাকার অবকাশকালীন জজের দায়িত্ব পালনকারী বিচারক (জেলা জজ) তথা কুমিল্লার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সাবেক বিচারক (জেলা জজ) বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা জজ) জনাব এস, এম, আমিনুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ গুরুতর; এবং

যেহেতু, আনীত অভিযোগসমূহ পূর্ণাংগ তদন্তের স্বার্থে তাকে অবিলম্বে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জনাব এস, এম, আমিনুল ইসলাম-কে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ১১(১) বিধি মোতাবেক সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হল। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্ত হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব (চলতি দায়িত্ব)।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ নভেম্বর ২০১২

নং আর-৬/৪ডি-১০/২০১২/৭৪৭—যেহেতু, নাজমা সুলতানা বাবলী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মেতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১০/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, নাজমা সুলতানা বাবলী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগ ১৬-৭-২০১২ তারিখে নাজমা সুলতানা বাললী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাজমা সুলতানা বাবলী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জকে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রে নাজমা সুলতানা বাবলী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, নাজমা সুলতানা বাবলী, সাব-রেজিস্ট্রার, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জকে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

নং আর-৬/৪ডি-১৫/২০১১/৭৪৮—যেহেতু, জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁ-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১৫/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁ, উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগ ২৬-৭-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁ এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁকে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ শফি হাসান, সাব-রেজিস্ট্রার, বদলগাছী, নওগাঁকে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং আর-৬/৪ডি-১৩/২০১২/৭৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী)-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১৩/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী) উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগ ১৬-৭-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী)-কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী) কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, সাব-রেজিস্ট্রার, মতিগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেণী (সাবেক পরশুরাম, ফেণী) কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং আর-৬/৪ডি-১৬/২০১২/৭৫০—যেহেতু, মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১৬/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব (মতামত-২), আইন ও বিচার বিভাগ ১৯-৭-২০১২ তারিখে মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, মোছাঃ মুক্তিওয়ারা খাতুন, সাব-রেজিস্ট্রার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং আর-৬/৪ডি-১৯/২০১২/৭৫১—যেহেতু, জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট)-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১৯/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট), উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগ ৮-৮-২০১২ তারিখে জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট)-কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট)-কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব রাম জীবন কুন্ডু, সাব-রেজিস্ট্রার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর (সাবেক পাটগ্রাম, লালমনিরহাট) কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং আর-৬/৪ডি-২৭/২০১২/৭৫২—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ২৭/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী, উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগ ১২-৮-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী-কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী-কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাব-রেজিস্ট্রার, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী-কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং আর-৬/৪ডি-২৩/২০১২/৭৫৩—যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ২৩/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ২৯-৩-২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট, উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করলেও তার দাখিলী জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি বিধায় উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগকে ১৭-৬-২০১২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, উপ-সচিব (মতামত-৩), আইন ও বিচার বিভাগ ০৭-৮-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট-কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ১৬-৯-২০১২ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে কোন জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ৫-১১-২০১২ তারিখে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২২-১১-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট-কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ ফিরোজ আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, কচুয়া, বাগেরহাট-কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১২

নং বিচার-৭/২এ-১৪২/৭৮-৭৯২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, পিতা মোঃ নওয়াব আলী সরকার, গ্রাম হাজীপুর, ডাকঘর হাজীপুর, উপজেলা ও জেলা জামালপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ১৩নং মেষ্টা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবেন।

তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/৭৮-৮০৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ শামছুদ্দীন, পিতা মোঃ হাবিবুর রহমান, গ্রাম রামানন্দপুর, ডাকঘর ফাজিলের ঘাট, উপজেলা দাগনভূঞা, জেলা ফেণী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেণী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার ৭নং মাতুভূঞা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবেন।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/৯ ডিসেম্বর ২০১২

নং ২০.০০.০০০০.৩০২.৩২.০০৮.১০-৭১৫—যেহেতু, বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার University of Adelaide এ PhD প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বেগম শারমিনা আহমেদ, সহকারী প্রধানকে পরিকল্পনা বিভাগের ০১-১৭-২০০৮ তারিখের পবি/প্র-১/৫-২৬/২০০১/৩৩৯ নং আদেশের মাধ্যমে Australian Government এর Department of Education, Science and Training's (DEST) কর্তৃক প্রদেয় Endeavour Post Graduate Award এর আওতায় University of Adelaide এ PhD in Economics কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ১৪-৭-২০০৮ হতে ৭-১-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ৫ মাস ২৫ দিন পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি এবং ৮-১-২০০৯ হতে ১৩-৭-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ০২ বছর ০৬ মাস ০৫ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে রিজার্ভ পদ শূন্য হওয়ার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিভাগের ৪-১১-২০০৮ তারিখের পবি/প্র-১/১-১০৮/২০০৮/৬০৫ নং আদেশের মাধ্যমে ৪-১১-২০০৮ থেকে ১৩-৭-২০১১ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় গত ৯-১-২০১১ তারিখে আবেদনের মাধ্যমে তাঁর প্রেষণের মেয়াদ আরও ০৬ মাস বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলে পরিকল্পনা বিভাগের ২-২-২০১১ তারিখের ২০.৭০২.০৩২.০১.০২.০০৮.২০১০-৮১ নং স্মারকযুক্ত পত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রার্থিত প্রেষণ বৃদ্ধির বিধি মোতাবেক কোন সুযোগ নেই মর্মে জানিয়ে দেয়া হয় এবং প্রেষণ শেষে তাঁকে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। পুনরায় কর্মকর্তার ১৬-১-২০১১ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিভাগের ৮-৩-২০১১ তারিখের ২০.৭০২.০৩২.০১.০২.০০৮.২০১০-১২২ নং স্মারকযুক্ত পত্রের মাধ্যমে আরও ০৬ মাস প্রেষণ মঞ্জুরের কোন সুযোগ নেই মর্মে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁকে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হবে মর্মেও পত্রে উল্লেখ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের ২৯-৮-২০১১ তারিখের ২০.৭০২.০৩২.০১.০২.০০৮.২০১০-৪১৬ নং স্মারকযুক্ত পত্রের মাধ্যমে প্রার্থিত শিক্ষা ছুটির আবেদন না মঞ্জুর হওয়ায় তাঁকে অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হয়। ব্যর্থতায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মেও জানানো হয়। উক্ত পত্র তাঁর বিদেশের এবং স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি যথাসময়ে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদান করেননি;

যেহেতু, তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদান না করায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। নোটিশটি "The Daily Star" পত্রিকায় ১৬-১০-২০১১ তারিখে এবং "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকায় ৯-১২-২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়। কর্মকর্তা উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেনি এবং কাজে যোগদান করেননি বিধায় পরিকল্পনা বিভাগের গত ২৯-১২-২০১১ তারিখের ২০.৭০২.০৩২.০১.০২.০০৮.২০১০-৭৪৭ নং স্মারকমূলে একই অধ্যাদেশের ৫(২) ধারায় ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়, যা "The Daily Star" পত্রিকায় ৯-৪-২০১২ তারিখে এবং "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় ১৯-৬-২০১২ তারিখে প্রকাশিত হয়। কর্মকর্তা উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, বেগম শারমিনা আহমেদ (পরিচিতি নং ০৩৭৮)-কে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার ক্ষেত্রে The Bangladesh Public Service commission (Consultation) Regulations, 1979-এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক কর্মকমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন বরখাস্ত করার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বেগম শারমিনা আহমেদ (পরিচিতি নং ০৩৭৮), সহকারী প্রধান-কে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯-এর ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত অধ্যাদেশ, ১৯৭৯-এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তা বেগম শারমিনা আহমেদ (পরিচিতি নং ০৩৭৮), সহকারী প্রধান-কে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯-এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৪-৭-২০১১ থেকে কার্যকর করে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
টিও-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ডিসেম্বর ২০১২

নং এমসি/টিও-২/এ-৩৩/২০০৫/৪৯৬—যেহেতু, "বাংলাদেশ হারবাল প্রডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন" বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগঠন; যার লাইসেন্স নং ১০/২০০৬, তারিখ ৬-৩-২০০৬;

যেহেতু, লাইসেন্সের শর্ত মোতাবেক ১ মাসের কম নয় বা ৩ মাসের অধিক নয় এ সময়ের মধ্যে সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আরোপিত ছিল। কিন্তু এসোসিয়েশনটি শর্ত মোতাবেক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করে তার রেজুলেশন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেনি;

যেহেতু, লাইসেন্সের শর্ত মোতাবেক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটি গঠনের শর্ত আরোপিত ছিল। কিন্তু উক্ত এসোসিয়েশন আরোপিত শর্ত মোতাবেক প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠান করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেনি;

যেহেতু, লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে অদ্যাবধি এই এসোসিয়েশনের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তথ্যাদি প্রেরণ করেনি;

যেহেতু, উক্ত এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি চেয়ে মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়েছিল অতঃপর তথ্যাদি প্রেরণ করেনি;

যেহেতু, এসোসিয়েশনটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট কাগজপত্র দাখিল করেন;

যেহেতু, এসোসিয়েশনটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর আলোকে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত প্রতিপালন না করে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলিন করেছে বিধায় এসোসিয়েশনটির লাইসেন্স বাতিলযোগ্য;

সেহেতু, "বাংলাদেশ হারবাল প্রডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন" এর অনুকূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রদানকৃত ৬-৩-২০০৬ তারিখের ১০/২০০৬ নং লাইসেন্সটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ৪ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জাবেদ আহমেদ
যুগ্ম-সচিব ও পরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন।

ভূমি মন্ত্রণালয়

মাঠ প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৫.০২৩.১২-৯৮০—নির্দেশিত হয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিবের ১ (এক)টি পদ ১-৬-২০১১ তারিখ হতে ৩১-৫-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষভাবে সংরক্ষণের সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ অনুযায়ী	মন্তব্য/ভিত্তি
(১)	একান্ত সচিব ১ (এক)টি	টাঃ ১১০০০—২০৩৭০	বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

২। উক্ত পদের ব্যয় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেটে ৪৬-ভূমি মন্ত্রণালয়-৪৬০৭ ভূমি সংস্কার বোর্ড এর কোড ৪৫০১ হতে মিটানো হবে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এজিও জারি করা হলো।

মোঃ আমজাদ আলী
উপ-সচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-০২

এল, এ কেস নং ৪০/৭৬-৭৭

ফরম ঘ

[সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৫ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.৩৩৬.১২-৫৮৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ইং সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-৩-৭৮ইং তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল :

তফসিল

জেলা ফেণী, উপজেলা ফেণী সদর, মৌজা রামপুর, জে,এল, নং ৯৩।

দাগ নং	জমি (একরে)
৩৩	০.০৫
৩৪	০.০৬
৪০	০.৪৩
৪১	০.১২
৪২	০.২৬
১০৫	০.০৩
২৬৫৪	০.০০২৫
২৬৫৫	০.০০২৫
২৬৫৬	০.০০২৫
২৬৫৭	০.০০২৫
২৬৫৮	০.০৪
২৬৬৯	০.০৪
২৬৭০	০.০৫
২৬৭১	০.০৬
২৬৭২	০.১৮
২৬৭৩	০.০৩
২৬৭৫	০.০৩
৪৭	০.০৪

মোট=১.৪৩ একর (কম/বেশী)।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেণীর এল, এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

সওজ গেজেটেট সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০১২

নং ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০০৪.২০০৪-৬৫৬—জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম (পরিচিতি নম্বর ০০০৩০০৩) {সাময়িক বরখাস্তকৃত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ) ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, আরএনআইএমপি-১, ঢাকা}-কে এ বিভাগের ৫-৭-২০১২ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০০৪.২০০৪-৩৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্তের যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এতদ্বারা তা জনস্বার্থে প্রত্যাহার করা হল।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখ সম্বলিত সরকারি আদেশের প্রতিস্থাপন]

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১১.১৩১.২০১১-১০৪৪—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন-কে বাংলাদেশ এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ দান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নির্মল কান্তি চাকমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/১৩ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৩.০১৪.১৭.২০১০-৪৪৮—বাংলাদেশ রেলওয়ের "রেলওয়ে এ্যাপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

আহ্বায়ক

(১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

(৩) যুগ্ম-সচিব (এশিয়া এবং জেইসি), ইআরডি

(৪) যুগ্ম-প্রধান (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন

(৫) যুগ্ম-প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন

(৬) মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন

(৭) যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৮) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৯) উপ-প্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(১০) প্রকল্প পরিচালক, রেলওয়ে এ্যাপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা উদ্ভব হলে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(ঘ) কমিটি প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ (তিন) মাসে একবার অথবা যখন প্রয়োজন সভা আহ্বান করবে এবং প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে; এবং

(ঙ) বিবিধ।

২। কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৩.০১৪.৩৫.২০১২-৪৪৯—বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

আহ্বায়ক

(১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা

(৩) বিভাগীয় প্রধান (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন।

(৪) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৫) যুগ্ম-সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৬) মহাপরিচালক, যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর, আইএমইডি।

(৭) যুগ্ম-প্রধান, টিএসসি উইং, পরিকল্পনা কমিশন

(৮) প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে

(৯) উপ-সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(১০) উপ-প্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের টিএসসি উইং কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানটি চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে; এবং

(খ) বিবিধ।

২। কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৩.০১৪.২০.২০১০-৪৫০—"বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

আহ্বায়ক

(১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা

(৩) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা

(৪) সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-প্রধান (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন

(৫) সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন

(৬) সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন

(৭) উপ-সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৮) উপ-প্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(৯) প্রকল্প পরিচালক, ("বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ")

Terms of Reference (TOR) :

- The Committee will oversee the project implementation and monitor the progress.
- The Committee will give the policy guidelines and would take initiative to resolve any problem occurs during implementation.
- The Committee will meet quarterly or as required.
- The Committee will may co-opt members if necessary.

আদেশক্রমে

বিবেক সরকার
সহকারী প্রধান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০০২.০০২.১২-৯৬২—যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হোসেন ফকির, অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ৩য় এপিবিএন, খুলনা সাবেক এসি, ডিবি, ডিএমপি ঢাকায় গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত থাকাকালে গত ৪-৬-২০০৪ তারিখে কতিপয় সন্ত্রাসী কর্তৃক শাহবাগ এলাকায় একটি দ্বিতল বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বাসের ভিতরে ১১ ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে রমনা থানার মামলা নং ১৬, তারিখ ৪-৬-২০০৪, ধারা ৪২৭/৪৩৫/৩০২/৩৪ দণ্ডবিধি রুজু করা হয়। জনাব মোঃ আলী হোসেন ফকির এরূপ একটি চাঞ্চল্যকর মামলা তদন্তকালে তদন্ত-তদারকি করেননি এবং তদন্ত-তদারকি প্রতিবেদনেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেননি। তিনি এরূপ একটি চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কিত মামলার সন্দিগ্ধ আসামি গ্রেফতারের ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী অফিসারের সাথে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা না করে বাস পোড়ানো মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে আসামিদের-কে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম জড়িয়ে বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের জন্য আসামি মাসুম ও কালুকে বাধ্য করেন; এবং

২। যেহেতু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর স্বঃমঃ-পু-২/মিশন-২/২০০৬/৭৩৯, তারিখ ৯-৮-২০১১ মোতাবেক তাঁকে মিশন হতে দেশে প্রত্যাবসন করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং সে মোতাবেক তাঁকে গত ২৩-৮-২০১১ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করে। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন না করে গত ২২-৭-২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। তিনি উক্তরূপ বেআইনী কার্যাবলী দ্বারা জাতিসংঘের মত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট পুলিশ বিভাগ ও দেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-২-২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০২.১২-১৭০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটির সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত করা প্রয়োজন; এবং

৪। সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আলী হোসেন ফকির, অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ৩য় এপিবিএন, খুলনা, সাবেক এসি, ডিবি, ডিএমপি ঢাকা (বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে প্রত্যাবসনের আদেশপ্রাপ্ত)-কে এতদ্বারা চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সে সঙ্গে তাঁকে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে সংযুক্ত করা হলো।

৫। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকি ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/১০ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৪.২০১১-১৬৫৪—গত ৩-১১-২০১২ তারিখ ১৫.৩০ ঘটিকায় পল্টন মডেল থানাধীন ৪৮/এ-বি পুরানা পল্টন ৬ষ্ঠ তলার ডিজাইন বাজার অফিস কক্ষে জামায়াতে-ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সরকার বিরোধী বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা, বইয়ের গোপন ডিজাইন কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে তথা হতে সরকার বিরোধী প্রচারনার কাজে ব্যবহৃত ৪টি কম্পিউটারের পিসিসহ সরকার বিরোধী বই পুস্তক, লিফলেট, অবিলম্বে শীর্ষ নেতাদের মুক্তি দাও, "যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ বানোয়াট, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত", "বর্তমান ট্রাইব্যুনাল পক্ষপাতদুষ্ট", "সরকার নিয়ন্ত্রিত তড়িঘড়ি বিচার" ইত্যাদি সম্বলিত বই ও লিফলেট উদ্ধার করে জব্দ করা হয়। কম্পিউটার পিসির হার্ডডিস্ক হতে দৃশ্যমান করে এবং উপরোক্ত লিফলেট হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর ও স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনাসহ বিভিন্ন সংলাপ তথায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা আছে। হ্যান্ডবিল ও লিফলেটে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছে যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল, অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ। আসামীদের নিকট উদ্ধারকৃত সরকার বিরোধী প্রচারণার বই পুস্তকসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পেনাল কোডের ১২৪-ক ধারা মতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ। উক্ত ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্টন মডেল থানা, ডিএমপি, ঢাকা'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.০৭-১৬৫৬—গত ৩১-১০-২০১২ তারিখে রাত অনুমান ২১.০৫ ঘটিকায় সাতক্ষীরা থানাধীন মাগুরা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদের দোতলায় ৮০/৯০ জন জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মী ও সদস্য বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এবং দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের বিদ্বেষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করিতেছে মর্মে সাতক্ষীরা থানার সাধারণ ডায়রী নং ১৬০৮ মূলে পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক এক অভিযান পরিচালনা করে। এ বিষয়ে মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও মোঃ আফিল উদ্দিন'কে গ্রেফতার করে এবং অপর আসামীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। আসামীদের এহেন কার্যক্রম অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল বিধায় তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০-বি ও ১২৪-এ ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা সদর থানা, সাতক্ষীরা' কে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ও ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/১৩ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৪.১১-১৬৭০(ক)— জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, পিতা মরহুম আঃ হামিদ, সাং ১৪৭/৮ পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা ও প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ আসামী (১) মাহমুদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ ও (২) মোঃ হাসমত আলী প্রকাশক, দৈনিক আমার দেশ-এর বিরুদ্ধে স্কাইপি সংলাপ হ্যাকিং করতঃ উহা প্রকাশ ও প্রচার করার অভিযোগে বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত, ঢাকা এর পিটিশন মামলা নং ৩৪/২০১২ (তেজগাঁও), ধারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৬ ও ৫৭ তৎসহ দণ্ডবিধির ১২৪/১২৪-এ/৫০৫-এ/১২০-বি/৫১১ ধারায় মামলাটি দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত পিটিশন মামলাটি এজাহার হিসেবে গণ্য করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও থানা, ডিএমপি, ঢাকা' কে নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা এর মাধ্যমে প্রাপ্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ডিএমপি, ঢাকা এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধারার সহিত ১২৪-এ/৫০৫-এ/১২০-বি দণ্ডবিধি ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও থানা, ডিএমপি, ঢাকা' কে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ও ১৯৬-এ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
সিনিয়র সহাকরী সচিব।

কারা অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩১৭—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষ্যে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে আটক নিম্নলিখিত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

কয়েদী নং ৪৮৬৩/এ
নাম আজিজুর রহমান
পিতা মৃত আলকাছ আলী @ আলহাজ আলী
বয়স ৬২ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩১৮—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষ্যে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে আটক নিম্নলিখিত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

কয়েদী নং ৯৪২৮/এ, নাম শ্রী সনেশ তাতী, পিতা সুকেশ তাতী, বয়স ২৯ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩১৯—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষ্যে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ—

(১) কয়েদী নং ৯১১৪/এ, নাম মোঃ পলান, পিতা মৃত জসিম উদ্দিন, বয়স ৩৭ বৎসর।

(২) কয়েদী নং ৬৯৪/এ, নাম মোঃ খোকন শেখ, পিতা মোঃ শাহাবুদ্দিন, বয়স ২৯ বৎসর।

(৩) কয়েদী নং ৯৮২/এ, নাম আজিমুদ্দিন মন্ডল, পিতা মৃত আলিমুদ্দিন মন্ডল, বয়স ৫১ বৎসর।

(৪) মহিলা কয়েদী নং ২১০৫/এ, নাম মোসাঃ রোজিনা, স্বামী মোঃ আঃ মালেক, বয়স ৪৫ বৎসর।

(৫) কয়েদী নং ২১৬৯/এ, নাম মোহাম্মদ আলী, পিতা শাহআলম, বয়স ২৮ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২০—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বগুড়া জেলা কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ৭৮৯৩/এ, নাম মোঃ আলম শেখ, পিতা আলীমুদ্দিন, বয়স ২৮ বছর।

(২) কয়েদী নং ৫৬১০/এ, নাম মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা মৃত আছির উদ্দিন মণ্ডল, বয়স ৩৩ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২১—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক দিনাজপুর জেলা কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ৬১৪৭/এ, নাম মোঃ ইউনুচ আলী, পিতা মৃত অফুর উদ্দিন @ অফু, বয়স ৪০ বছর।

(২) কয়েদী নং ৬৫৮৫/এ, নাম আতা @ আতাউর রহমান, পিতা নুরুল ইসলাম, বয়স ৩৮ বছর।

(৩) কয়েদী নং ৬৯৫১/এ, নাম মোঃ মাসুদ, পিতা মোঃ আনোয়ার হোসেন, বয়স ১৮ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২২—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ৭০৬৬/এ, নাম মোঃ মুনসুর শেখ, পিতা মোক্তার শেখ, বয়স ৫৬ বছর।

(২) কয়েদী নং ৫৪২২/এ, নাম মোঃ ইব্রাহিম, পিতা মৃত আঃ মান্নান, বয়স ২৪ বছর।

(৩) কয়েদী নং ৫৪৪১/এ, নাম মোঃ সাখাওয়াত হোসেন @, তোতা তালুকদার, পিতা আমজাদ হোসেন তালুকদার, বয়স ২৯ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৩—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাগেরহাট জেলা কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ১১১৮/এ, নাম কালাম, পিতা আঃ আজিজ মুন্সি, বয়স ৩০ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৪—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে আটক নিম্নলিখিত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ৬৭৯৯/এ, নাম মনিরুল, পিতা মৃত সোবহান মোল্লা, বয়স ৩২ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৫—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক মেহেরপুর জেলা কারাগারে আটক নিম্নলিখিত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

(১) কয়েদী নং ৪৫৩১/এ, নাম মোঃ আলামিন শেখ, পিতা আলী হোসেন, বয়স ৩০ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৬—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

অচল, অক্ষম গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত

(১) কয়েদী নং ৮৪৫৭/এ, হাফেজ আহাম্মদ, পিতা মৃত আমির আলী, বয়স ৮২ বছর।

(২) কয়েদী নং ৮৬৪১/এ, দেলোয়ার হোসেন @ লঙ্গাঁ, পিতা মৃত আঃ আজিজ, বয়স ৯২ বছর।

(৩) কয়েদী নং ৯২৭৪/এ, মোঃ সামশুল হক, পিতা মৃত কালা মিয়া, বয়স ৭৬ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৭—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক দিনাজপুর জেলা কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

অচল, অক্ষম, গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত

(১) কয়েদী নং ৩৪০৩/এ, নাম মোঃ শামসুদ্দিন, পিতা ছোলেমান, বয়স ৬৮ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৪.১২-৩২৮—১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস/২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

অচল, অক্ষম, গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত

(১) কয়েদী নং ৮৭৭৯/এ, নাম সামসুদ্দিন আহম্মেদ @ সুমা মাষ্টার, পিতা মৃত ফিরাজ মণ্ডল (সিরাজ মাষ্টার, বয়স ৭২ বছর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেল
উপ-সচিব।

অগ্নি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৫.০২২.০০.০১-৩৬২/১(১)—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে জারীকৃত এফ এস/ই-৩৫/৮২-এইচএ-৫৯৩,৫৯৪,৫৯৫,৫৮৬ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে জারকৃত ৪৪.০০.০০০০.১১৬. ০৪.০০২.১২-৫৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আলোকে বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য ২০১২ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) কর্মকর্তা/কর্মচারিকে "প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক" এবং ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে "প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক" প্রদান করা হ'ল।

প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক

(১) জনাব ফরিদ আহাম্মদ চৌধুরী (৬৬৪৫), সিনিয়র স্টেশন অফিসার (চঃ দাঃ), আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম।

(২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক (২৯২০), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কিশোরগঞ্জ।

(৩) জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ (২৩৯১), ফায়ারম্যান, খুলনা নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, খুলনা।

(৪) জনাব মোঃ জামাল হোসাইন (৬৯৫৫), ফায়রম্যান, বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বরিশাল।

প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক

(১) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৫৫৫৯), ড্রাইভার, পাবনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, পাবনা।

(২) জনাব কৃষ্ণ প্রসাদ তলাপাত্র (১৬৭৮), ফায়ারম্যান, পাবনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, পাবনা।

(৩) জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (১৬৪৫), ফায়ারম্যান, পাবনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, পাবনা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
উপ-সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৫.১৬.০০২.১২-৩৮৯—যেহেতু ১৩ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় "গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর অনুষ্ঠান" এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের যোগদানের বিষয়টি নির্ধারিত ছিল। যথারীতি গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচীতে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের উপস্থিত থাকার বিষয়টি উপ-পরিচালক, ফায়ার সর্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল জনাব এস এম লুতফুর রহমানকে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর হতে অবহিত করা হয় ; এবং

যেহেতু সিনিয়র সচিব মহোদয়ের কর্মসূচীর বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরেও জনাব এস এম লুতফুর রহমান, উপ-পরিচালক, ফায়ার সর্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর অনুষ্ঠানের বিষয়ে কোন প্রকার দাপ্তরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। এমনকি ফায়ার সর্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে গত ০৬-১২-২০১২ তারিখের ১০১৯৫ সংখ্যক স্মারকে বরিশাল বিভাগের উপ-পরিচালককে গৌরনদী ফায়ার স্টেশনে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক "এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তিনি তা প্রতিপালন না করে এবং তিনি ধার্য্য তারিখে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন তাও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তরকে অবহিত না করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন ; এবং

যেহেতু জনাব এস এম লুতফুর রহমান, উপ-পরিচালক, ফায়ার সর্ভিস সিভিল ডিফেন্স, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল এর এহেন কার্যকলাপের ফলে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্ধারিত সরকারি কর্মসূচী ব্যাহত হয় এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জনাব এস এম লুতফুর রহমান, উপ-পরিচালক, ফায়ার সর্ভিস সিভিল ডিফেন্স বরিশাল বিভাগ, বরিশাল এর মতো একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার এ ধরণের কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রর্দশন সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণের" সামিল এবং

যেহেতু এ ধরনের "অসদাচরণের" কারণে কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব এস এম লুতফুর রহমান (৫৮৪৩), উপ-পরিচালক, ফায়ার সর্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বরিশাল বিভাগ, বরিশালকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাইন উদ্দিন খন্দকার
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে)।

পরিকল্পনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ডিসেম্বর ২০১২

নং স্বঃমঃ/পরি-২/জিটিজেট-১৯/২০০৭(অংশ-৭)/৬৮০—কারা অধিদপ্তরের জন্য প্রণীত আগামী ৫ বছরের Strategic Plan এর উপর গত ২৫-৭-২০১২ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সিদ্ধান্তের আলোকে কারা অধিদপ্তরের জন্য প্রণীত আগামী ৫ বছরের খসড়া কর্ম কৌশলটি যাচাই বাছাইয়ের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(ক) অতিরিক্ত সচিব (কারা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) যুগ্ম-সচিব (আইন ও পরিকল্পনা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(গ) যুগ্ম-সচিব (কারা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(ঘ) অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব।

(ঙ) উপ-প্রধান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি খসড়া কর্মকৌশলটি যাচাই বাছাইপূর্বক অনতিবিলম্বে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে লিখিত মতামত দাখিল করবেন। মতামত প্রাপ্তির পর কর্মকৌশলটি চূড়ান্ত করা হবে।

সুব্রত শিকদার
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা
আদেশাবলী

তারিখ ০২ এপ্রিল ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৯.২০১২-৪৩২—যেহেতু, ডাঃ উর্মিলা চৌধুরী (১০১২০৮১), মেডিকেল অফিসার, শেরশাহ্ আরবান ডিসপেনসারী, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন সহকারী সার্জন, মরিয়মনগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও ২৯-০৪-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ উর্মিলা চৌধুরী (১০১২০৮১), মেডিকেল অফিসার, শেরশাহ্ আরবান ডিসপেনসারী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং শুনানী, অন্তে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার স্বপক্ষে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যতের জন্য 'সতর্ক' করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৯.২০১১-৪৩৪—যেহেতু, ডাঃ লায়লা পারভিন বানু (৩২৯২৫), সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), গাইনী বিভাগ, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অসদাচরণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২২-০৪-২০১২ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ লায়লা পারভিন বানু (৩২৯২৫), সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), গাইনী বিভাগ, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানী ও সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে তিরস্কার (Censure) করা হলো।

তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়ের বেতন কর্তন করার আদেশ প্রদান করা হলো।

তারিখ, ৮ এপ্রিল ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১২-৩৩৭—যেহেতু, ডাঃ রুমানা আফরিন (কোড ০০৯৯৯০), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নকলা, শেরপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক উক্ত অধ্যাদেশের ৫(১) ধারামতে প্রথমকারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-০৩-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব ও শুনানী অন্তে সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(সি) ধারামতে ডাঃ রুমানা আফরিন (কোড ০০৯৯৯০), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নকলা, শেরপুর এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখা হলো।

তিনি ভবিষ্যতে দণ্ডকালীন সময়ের জন্য কোন প্রকার বকেয়া বেতন প্রাপ্য হবেন না।

গত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়ের বেতন কর্তন করার আদেশ প্রদান করা হলো।

তাঁকে অবিলম্বে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এ কে এম আমির হোসেন
অতিরিক্ত সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ ডিসেম্বর ১৪১৮/৮ এপ্রিল ২০১১

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০২৬.,২০১০-৩৩৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম (১১২১৩৪), প্রাক্তন প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা ২০-০৪-২০১০ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারি (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪ (এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম (১১২১৩৪), প্রাক্তন প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২০-০৪-২০১০ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/২০ মে ২০১২

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-২৭/২০০৬-৪৯৮—যেহেতু ডাঃ মোঃ বাছিরুল ইসলাম ভুইয়া (৪১২১৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দিরাই, সুনামগঞ্জ গত ২৪-১১-২০০৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রম অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করলেও জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছে;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)ডি বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ বাছিরুল ইসলাম ভুইয়া (৪১২১৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দিরাই, সুনামগঞ্জ-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৪-১১-২০০৪ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬১.২০১১-৫০০—যেহেতু ডাঃ খলিফা মাহমুদ তারিক (৪১২৩৪), প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা ১৬-০৪-২০০৫ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ১৬-৪-২০১০ তারিখে কর্মস্থলে তাঁর অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরিতে অনুপস্থিতকাল ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় তাঁর চাকুরি আপনা আপনি অবসান ঘটেছে ;

যেহেতু, তাঁর চাকুরির অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারী করা হবে না মর্মে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর চাকুরির অবসান ঘটানোর আদেশ জারীর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন ;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)এর বিধি-৩৪ মোতাবেক ডাঃ খলিফা মাহমুদ তারিক (৪১২৩৪), প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার, কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এর চাকুরির অবসান (Ceased) করা হলো।

ডাঃ খলিফা মাহমুদ তারিক (৪১২৩৪), প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১৬-০৪-২০০৫ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬০.২০১০-৫০১—যেহেতু ডাঃ আহমেদুর রহমান (৪৪০৬৬), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ০৯-০৭-২০০৮ তারিখ হতে ১১-০৭-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ আহমেদুর রহমান (৪৪০৬৬), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৯-০৭-২০০৮ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৩১/২০০০-৫০২—যেহেতু ডাঃ শফিকুল আলম চৌধুরী (৪২৭৫৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, বাতাকান্দি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ০৪-০৭-১৯৯৯ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৪-০৭-২০০৪ তারিখে কর্মস্থলে তাঁর অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)এর ৩৪ বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরিতে অনুপস্থিতকাল ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় তাঁর চাকুরি আপনা আপনি অবসান ঘটেছে;

যেহেতু, তাঁর চাকুরির অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর চাকুরির অবসান ঘটানোর আদেশ জারীর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন ;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক ডাঃ শফিকুল আলম চৌধুরী (৪২৭৫৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, বাতাকান্দি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর চাকুরির অবসান (Ceased) করা হলো;

ডাঃ শফিকুল আলম চৌধুরী (৪২৭৫৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, বাতাকান্দি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ০৪-০৭-১৯৯৯ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৫৪/২০০৮-৫০৩—যেহেতু ডাঃ বিপ্লব বড়ুয়া (কোড ১১৪৫৪৮), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ও প্রেষণে ইউরোলজি থিসিস পর্ব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম গত ২৮-১১-২০০৭ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ বিপ্লব বড়ুয়া (কোড ১১৪৫৪৮), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ও প্রেষণে ইউরোলজি থিসিস পর্ব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-কে তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশের তারিখ ২৮-১১-২০০৭ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মার্চ ২০১২

নং পার-২/বিবিধ-১০/২০১০/২০২—যেহেতু ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ (৩২৭৭৬), ম্যানেজার (সহকারী পরিচালক), এম.এস.ডি. রাজশাহী (প্রাক্তন-সিভিল সার্জন, নীলফামারী) নীলফামারীতে কর্মকালে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অমুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের নিয়োগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের বিষয়ে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের সামিল; এবং

যেহেতু, ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ (৩২৭৭৬), ম্যানেজার (সহকারী পরিচালক) এম.এস.ডি. রাজশাহী (প্রাক্তন সিভিল সার্জন, নীলফামারী)-কে কর্মরত রাখা হলে অফিস শৃংখলা ভঙ্গসহ অফিসের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

পার-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১৮ মার্চ ২০১২

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০০.০০.০০৫.২০১১-২৭০—যেহেতু, ডাঃ জুয়েল কৃষ্ণ সুর (কোড নং ১০১৫৪৬৪), সহকারী রেজিস্ট্রার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা-কে শ্যামপুর থানার মামলা নং ১২, তারিখ ১৬-০৯-২০১১ মূলে গ্রেফতার হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ২৯-১২-২০১১ তারিখের আদেশে তাকে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, ডাঃ জুয়েল কৃষ্ণ সুর (কোড নং ১০১৫৪৬৪), সহকারী রেজিস্ট্রার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনাকে উক্ত মামলা হতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুন্যাল নং-১, ঢাকা অব্যাহতি প্রদান করে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ জুয়েল কৃষ্ণ সুর (কোড নং ১০১৫৪৬৪), সহকারী রেজিস্ট্রার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা-এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো;

তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হলো।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

হাসাপাতাল-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ এপিল ২০১২

নং স্বাপকম/হাস-৩/বিবিধ-০২/০৫/২৮২—শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২-এর ০৬ নং ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকার বোর্ড অব গভর্ণরস গঠন করা হলো ঃ

চেয়ারম্যান

(১) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) মাননীয় সংসদ সদস্য;

(ক) জনাব আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান মোল্লা, (১৭৮, ঢাকা-৫), সরকার কর্তৃক মনোনীত।

(খ) বেগম সানজিদা খানম, (১৭৭, ঢাকা-৪), সরকার কর্তৃক মনোনীত।

(৩) সচিব/সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)।

(৪) সচিব/সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)।

(৫) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (পদাধিকারবলে)।

(৬) মহা-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা (পদাধিকারবলে)।

(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা (পদাধিকারবলে)।

(৮) পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা (পদাধিকারবলে)।

(৯) অধ্যাপক মোঃ শহিদুল্লাহ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

(১০) অধ্যাপক লতিফা সামসুদ্দিন, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিএসএমএমইউ, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

(১১) শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি ঃ

(ক) অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল হক ভুইয়া, পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

(খ) ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান, বাসা নং-৮৭, সড়ক-১২/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

(১২) ডাঃ এম, এ, মান্নান, জ্যেষ্ঠতম মেডিকেল অফিসার, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

সদস্য-সচিব

(১৩) নির্বাহী পরিচালক, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা (পদাধিকারবলে)।

(খ) **বোর্ড অব গভর্নরস-এর কার্য-পরিধি ঃ**

(১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী পরিচালনা ও প্রশাসন একটি "বোর্ড অব গভর্নরস"-এর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ড অব গভর্নরসও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে ;

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে ;

(৩) মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে যে কোন সময় অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হিসেবে না থাকিলে তাহার পদ শূন্য হইবে এবং তদস্থলে একজন নতুন সংসদ সদস্য মনোনীত হইবেন।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ ১২-০৪-২০১২ তারিখ হইতে কার্যকর বলে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর

সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ মে ২০১২

নং জনস্বাস্থ্য-১/বিবিধ-৬/২০০৮/১১১—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/বিবিধ-৬/২০০৮/১৪৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) মহা-পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব(জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল, ঢাকা।

(৪) পরিচালক (কেমিকেল), বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।

(৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি।

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন।

(৭) প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৮) জনাব এ এ সেলিম বারামী, উপ-পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

কমিটির কার্য-পরিধি ঃ

(১) নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের নীতিমালা প্রস্তুত করা।

(২) ঔষধ শিল্প অনুসরণের জন্য সিজিএমপি/জিএমপি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুত করা।

(৩) নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঔষধ শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা যথাঃ প্রকল্পের বাগানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি হস্তান্তর, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বিষয়ক প্রযুক্তির সফটওয়ার, উৎপাদিত ঔষধের ধরন ও পরিমাণ, জনবল, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সিজিএমপি/ জিএমপি এর বিষয়াদি বিবেচনা করা।

(৪) বর্তমানে চালু ঔষধ শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এর প্রস্তাব মূল্যায়ন করা।

(৫) উদ্যোক্তাকে নতুন ঔষধ শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ ও অনুমোদন প্রদান করা।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আছমা আক্তার জাহান
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)
অফিস আদেশ

তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২১.২০১২-৭৫৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, লংগদু, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি হতে এলজিইডি/সিই/ই-৭৪/২০০৩/০৪, তারিখ ০১-০১-২০১২ মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ;

যেহেতু, উক্ত রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ১৫-০৭-২০১২ তারিখের এলজিইডি/সিই/ই-৭০/২০০১(অংশ-২)/৬৯৮০ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪ (৩) (এ) বিধি মোতাবেক দুই বছরের জন্য নিম্ন টাইমস্কেলে নামিয়ে দেয়ার শাস্তি আরোপ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন এর বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে তিনি আপীল দায়ের করেন ;

যেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন এর আপীল আবেদনের উপর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণকালে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য, দাখিলকৃত আপীলের জবাব এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয় ;

যেহেতু, তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য, দাখিলকৃত আপীলের জবাব এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘু দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ মনির হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, লংগদু, রাঙ্গামাটিকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি অনুসারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব।

পৌর-২ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১২

নং ৪৬.০৬৪.০২৮.১৩.০৩.২৯৪.২০১১/১৯০৩—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪২(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চট্টগ্রাম জেলার নবগঠিত হাটহাজারী পৌরসভার কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট পৌর কমিটি গঠন করল ঃ

ইউপি সদস্যবৃন্দ

(১) জনাব মোঃ আলী আজম (সাবেক ইউ,পি চেয়ারম্যান)

(২) জনাব রওশন আরা বেগম (২নং সংরক্ষিত আসনের সাবেক ইউ,পি সদস্য)।

(৩) জনাব নুর জাহান বেগম (৩নং সংরক্ষিত আসনের সাবেক ইউ,পি সদস্য)।

(৪) জনাব নুর হোসেন (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ১নং ওয়ার্ড)।

(৫) জনাব সুকুমার দে (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ২নং ওয়ার্ড)।

(৬) জনাব মোঃ আজম উদ্দীন (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৩নং ওয়ার্ড)।

(৭) জনাব মোঃ আবুল কাশেম চৌধুরী (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৪নং ওয়ার্ড)।

(৮) জনাব মোহাম্মদ সোলাইমান (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৫নং ওয়ার্ড)।

(৯) জনাব মোহাম্মদ জাফর (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৬নং ওয়ার্ড)।

(১০) জনাব বশির আহাম্মদ (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৭নং ওয়ার্ড)।

(১১) জনাব মোঃ আবদুস শুক্কুর (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৮নং ওয়ার্ড)।

(১২) জনাব মোঃ আবুল কাশেম, (সাবেক ইউ,পি সদস্য, ৯নং ওয়ার্ড)।

সদস্যবৃন্দ

(১৩) শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, পিতা-প্রয়াত অপর্ণা চরণ মহাজন, সাং-ফটিকা, উপজেলা-হাটহাজারী (বিশিষ্ট সমাজসেবক)।

(১৪) জনাব ম. জসিম উদ্দীন, পিতা-মৃত মোঃ আলী, সাং-দেওয়াননগর, উপজেলা-হাটহাজারী (বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি)।

(১৫) জনাব শিমুল কান্তি মহাজন, পিতা-প্রয়াত শরদিন্দু মহাজন, সাং-এনায়েতপুর ধলই, উপজেলা-হাটহাজারী (বিশিষ্ট শিক্ষক)।

(১৬) জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ তজু মিয়া, সাং দেওয়াননগর, উপজেলা-হাটহাজারী (বিশিষ্ট ব্যক্তি)।

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী গঠিত কমিটির সদস্যগণ হাটহাজারী পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা করবেন। উল্লেখ্য যে, অত্র বিভাগের ৪-২-২০০২খ্রিঃ। তারিখের পৌর-৩/সম্মানী-ভাতা ২/৯৭/১৩৮নং পরিপত্র অনুযায়ী ক্রমিক নং ১ হতে ১২ পর্যন্ত সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং ক্রমিক ১ হতে ১২ পর্যন্ত অবলুপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউ,পি সদস্য হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারাবলে তারা কাউন্সিলর হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২

নং পৌর-২/৪৬.০৬৪.০৩২.৫১.০৮.১৬৯.২০১১/২০৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্বাস আলী, নাটোর জেলার নলডাঙ্গা পৌরসভায় নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক দায়িত্ব গ্রহণ করেন;

যেহেতু, পৌরসভার সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে জাল ব্যাংক ড্রাফট পুড়িয়ে ফেলা, দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা না করা এবং বিদেশ গমনের সময় প্যানেল মেয়রকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন নাই;

যেহেতু, জাল ব্যাংক ড্রাফট পুড়িয়ে ফেলা, দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা না করা এবং বিদেশ গমনের সময় প্যানেল মেয়রকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেয়া সম্পর্কিত অভিযোগটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, জাল ব্যাংক ড্রাফট পুড়িয়ে ফেলা, দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা না করা এবং বিদেশ গমনের সময় প্যানেল মেয়রকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেয়ার বিষয়ে তাঁকে কারণ দর্শানো হলে, তাঁর প্রেরিত কারণ দর্শানো জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ এবং সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, এরূপ অভিযোগের কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(ঘ) বিধানমতে পৌর মেয়রকে স্বীয় পদ হতে অপসারণের বিধান রয়েছে;

যেহেতু, সরকার জনাব মোঃ আব্বাস আলী, মেয়র, নলডাঙ্গা পৌরসভা, নাটোর-কে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(ঘ) বিধান মোতাবেক নাটোর জেলার নলডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আব্বাস আলীকে মেয়র পদ হতে অপসারণ করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ এপ্রিল ২০১৩

নং প্রঃ শাঃ ৬/রাউক-০১/২০১১/২৮৫—রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৩০-১১-২০১১ তারিখের ০৩ তম সাধারণ সভার সুপারিশ এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট আরডিএ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ধারা ১৬ মোতাবেক সরকার কর্তৃক রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যানে নিম্নোক্ত সংশোধন করা হলো ঃ

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ছোটবনগ্রাম মৌজার (জে. এল. নং-১৩৩) আর. এস ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫১ ও ১৩৫২ নং দাগসমূহ মিশ্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজিয়া ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-২০/২০১২-৬৪—নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক এডভোকেট জনাব বরুণ কুমার বিশ্বাস, পিতা মৃত তারাপদ বিশ্বাসকে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন অনুসরণ করবেন।

৩। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।